Bhatter College

Dantan,Paschim Medinipur

Dept:-Music

Professor Name:-Dr. Santanu Tewari

Semester-II

G.E-2020

GE2T-Aspects of Thata,Mela,Raga & Tala

Course Contents

02.Definition of Tala,Matra & Laya

- Brief knowledge of Sruti & Swarasthana (both Ancient & Modern)

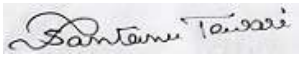

Dated:-01.05.2020

Signature of H.O.D

সম্ভব। বিজ্ঞানীরা মনে করেন নাদ উৎপন্ন হওয়ার সময় তার সঙ্গে অন্য নাদও উৎপন্ন হয়। এই ভাবে যে অতিরিক্ত নাদ উৎপন্ন হয় তাকে সহায়ক নাদ বলে। সহায়ক নাদের আন্দোলনের সংখ্যা এক এক বাদ্যযন্ত্রে এক এক রকম হয়।সেইজন্য শুধু শব্দ শুনে বোঝা যায় কোন শব্দটি কোন যন্ত্রের।

৩। নাদের উঁচু-নীচু বা উচ্চ-নীচতা ভেদ বা Pitch ঃ- নাদের এই উচ্চ-নীচতা হওয়া প্রতি সেকেন্ডের কম্পনের (Vibration) উপর নির্ভর করে। কম্পন যত অধিক হবে নাদও ততই উঁচু হবে। আবার কম্পন যত কম হবে নাদ ততই নীচু হবে। মনে রাখতে হবে যে, কম্পাঙ্কের উপর নাদের ছোট বড় হওয়া নির্ভর করে না, কিন্তু কম্পাঙ্কের উপর নাদের উচ্চ নীচতা নির্ভর করে । অর্থাৎ নাদের যে কম্পাঙ্ক হ'তে 'সা' স্বরটি উৎপন্ন হয়, পরবর্তী রে, গ, ম ইত্যাদি ক্রমাগত উচ্চ স্বরগুলি অধিক কম্পাঙ্কযুক্ত নাদ থেকে উৎপন্ন হবে।একেই নাদের উচ্চ নীচতা ভেদ বলে।

৬১। শ্রুতি কাকে বলে?

উঃ শ্রু ধাতু + ক্তি প্রত্যয় = শ্রুতি অর্থাৎ যা শ্রবন যোগ্য। 'শ্রুয়তে ইতি শ্রুতি।' প্রাচীন কালের পন্ডিতগণ অসংখ্য নাদ থেকে যে ২২ টি নাদ দিয়ে স্বর সপ্তক রচনা করেছেন সেই নাদগুলি আমরা শুনতে পাই এবং একটি থেকে অপরটিকে পৃথক করতে পারি তাকেই অর্থাৎ সেই নাদগুলিকেই শ্রুতি বলা হয়। নাদ থেকে শ্রুতি, শ্রুতি থেকে স্বর, স্বর থেকে সপ্তক, সপ্তক থেকে ঠাট এবং ঠাট থেকে রাগের উৎপত্তি হয়ে থাকে। শাস্ত্রকারগণ একটি সপ্তকে ২২টি শ্রুতি নিয়ে তার ভিতর ১২টি শ্রুতিতে স্বর স্থাপনা করেছেন। সংগীতে এই ১২টি শ্রুতির প্রত্যক্ষ প্রয়োগ এবং অপর ১০টি শ্রুতির পরোক্ষ প্রয়োগ করা হয়েছে। এই ২২টি শ্রুতি থেকেই ৭টি শুদ্ধ স্বর ও ৫টি বিকৃত স্বরের উৎপত্তি হয়েছে। প্রাচীন কালের পন্ডিতেরা শ্রুতির উপর যে স্বর স্থাপন করেছিলেন আধুনিক কালের পন্ডিতগণ তার সামান্য পরিবর্তন করেছেন তা নীচে উল্লেখ করা হল ঃ-

শ্রুতির নাম	প্রাচীন কালের শুদ্ধ স্বর স্থান	আধুনিক কালের শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর স্থান	স্বরের আন্দোলন
১। তীব্রা		সা	২৪০
২। কুমুদ্বতী			
৩। মন্দা		রে	$২৫৪^{২}/_{১৭}$
৪। ছন্দোবতী	সা		
৫। দয়াবতী		রে	২৭০
৬। রঞ্জনী			
৭। রক্তিকা	রে	গ	২৮৮
৮। রৌদ্রী		গ	$৩০১^{১৭}/_{৪৩}$

৯। ক্রোধী	গ	ম	৩২০
১০। বজ্রিকা		ম̲	৩৩৮$^{১৪}/_{১৭}$
১১। প্রসারিনী			
১২। প্রীতি	ম	প	৩৬০
১৩। মার্জনী			
১৪। ক্ষিতি		ধ̲	৩৮১$^{৩}/_{১৭}$
১৫। রক্তা			
১৬। সন্দিপনী	প		
১৭। আলাপিণী		ধ	৪০৫
১৮। মদন্তী			
১৯। রোহিনী	ধ	নি̲	৪৩২
২০। রম্যা		নি	৪৫২$^{৪}/_{৪৩}$
২১। উগ্রা			
২২। ক্ষোভিনী	নি		
১। ঐব্রা		সা	৪৮০

উপরোক্ত তালিকাটি থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীনকালে যেমন সা, ম ও প স্বরের চারটি, রে ও ধ স্বরের তিনটি এবং গ ও নি স্বরের দুটি করে শ্রুতি বিভাজন করা হ'ত এখনো তেমনি ধরা হয়। তফাৎ শুধু স্থানের। নাট্য শাস্ত্রকার ভরত ২২ টি শ্রুতির বিভাজন ৪,৩,২,৪,৪,৩,২ অর্থাৎ ৪র্থ শ্রুতি সা,৭ম শ্রুতি রে, ৯ম শ্রুতি গ, ১৩শ শ্রুতি ম, ১৭শ শ্রুতি প, ২০শ শ্রুতি ধ এবং ২২শ শ্রুতি নি এই ভাবে ভাগ করেছিলেন। পরবর্তী আধুনিক কালে শ্রুতির বিভাজন হল ১ম শ্রুতি সা, ৫ম শ্রুতি রে, ৮ম শ্রুতি গ, ১০ম শ্রুতি ম, ১৪শ শ্রুতি প, ১৮শ শ্রুতি ধ এবং ২১শ শ্রুতি নি।